টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

আসন্ন পৌর-নির্বাচনে ১২নং ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী **সূর্য্যমণীপ্রসাদ ভকত** (মুনালাল ভকত)কে ছাতা চিহ্নে ভোট দিয়া আপনাদের সেবার সুযোগ দিন।

ছাতা-চিহ্নে ছাপ দিন

মুনালালকে

ভোট দিন।

৫৯শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৭৯ সাল!
২৮শে জুন, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

জঙ্গিপুর কেন্দ্রের কংগ্রেসী এম, এল, এ-র পদত্যাগ চাওয়ার নেপথ্য কাহিনী কী ?

একটি পত্রের ভিত্তিতে আমাদের এই প্রশ্ন। পত্রদাতার অনুরোধক্রমেই পত্রটি প্রকাশ করা হল। কিন্তু তিনি যে দাবী তুলেছেন, তার সুস্পষ্ট কারণ আমাদের অজ্ঞাত। আশা করি, পত্রদাতা উপযুক্ত তথ্যাদি আমাদের জানাবেন।

—স. জ. স

শিক্ষার প্রগতি সংঘবদ্ধ জীবন দেশপ্রেম

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদ

(জঙ্গীপুর ইউনিট)

পোঃ—রঘুনাথগঞ্জ, জেলা—মুর্শিদাবাদ

তারিখ 26. 6. 72

To

The Editor,

Jangipur Songbad,

Raghunathganj.

Sir,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার নিম্নলিখিত বিবৃতিটি আপনার জনপ্রিয় পত্রিকায় ছাপাইয়া উপকৃত করিবেন।

জংগীপুর কেন্দ্রের কংগ্রেসী এম, এল, এ-র পদত্যাগ চাই।

জংগীপুর ছাত্রপরিষদ।

যখন ভারতনেত্রী ইন্দিরাগান্ধী গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কায়েম করার জন্য সাধারণ মানুষের নিকট আবেদন জানাচ্ছেন, যখন পশ্চিম বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু চোরাকারবারী, লুটেরা ও আইনশৃংখলা ভংগকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তাদেরকে ধরিয়ে দেবার জন্য সাধারণ মানুষের নিকট আবেদন রাখছেন তখনই দেখা যাচ্ছে যে, জংগীপুরের বুকে সেই সমস্ত লোকদের সমর্থন ও মদত যোগাচ্ছেন জংগীপুর কেন্দ্রের কংগ্রেসী এম, এল, এ। আর এই এম, এল, কে মদত যোগাচ্ছেন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রভাবশালী নেতা (তিনি বর্ত্তমানে মন্ত্রীসভায়)।

এই মনোবৃত্তি যদি কংগ্রেসী এম, এল, এ-র হয় তাহলে মাননীয় সিদ্ধার্থ-বাবুর হুমকি কি কোন কাজে লাগবে ?

ভবদীয়

দিলীপকুমার সিংহ

সাধারণ সম্পাদক, জংগীপুর ছাত্রপরিষদ।

মিসায় আটক

জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ২৬ জনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে মিসা আইন বলবৎ করা হয়েছে বলে প্রকাশ। এদের মধ্যে কয়েকজন আটক হয়েছে ও দু'একজন সম্প্রতি বণ্ড দিয়ে ছাড়া পেয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে মিসায় আটক করা হচ্ছে—যাঁরা সমাজের উচ্চ আসনে বসে দিনের পর দিন জঘন্যতম কার্য্য লোকচক্ষুর অন্তরালে করে চলেছেন।

॥ ডাকাতির পেছনে ॥

সাগরদীঘি থানায় যতগুলি ডাকাতি হয়ে গেল তার বেশীর ভাগই পরিচালনা করছে জিয়াগঞ্জের অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী এক ডাকু-চক্র। এদের মধ্যে তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ও ধনীর দুলাল নাকি আছে। এদের বেশীর ভাগই যুবক। এরা বাংলাদেশ স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় গোপনে কোথা থেকে ষ্টেনগান সংগ্রহ করেছে। মাস দুয়েক আগে ঘুঘরিডাঙ্গা এবং গত সপ্তাহে গোবর্দ্ধনডাঙ্গায় ডাকাতি করতে গিয়ে এরা ষ্টেনগান চালিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এই ডাকু-চক্র লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও পুলিশও কি এদের চিনতে বা ধরতে পারছেন না ? পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের উচিত জিয়াগঞ্জ-সাগরদীঘি থানার বর্ডারে গোয়েন্দা নিয়োগ করা এবং এই চক্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

পৌরসভার শৈথিল্য

রঘুনাথগঞ্জ শহরের চৌরঙ্গি ফুলতলা। বাসে, রিক্সায়, যাত্রীতে, ক্রেতা বিক্রেতায় জায়গাটি জমজমাট। সাইকেল আরোহীর পক্ষে সুস্থমনে যাতায়াত করার ঝক্কি অনেক। সে যাই হোক, প্রশ্নটি অন্যত্র। ১৫নং ওয়ার্ডের যে রাস্তাটি দক্ষিণদিকে আইলেরউপর অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে, ফুলতলায় শিরীষগাছ পর্যন্ত জঙ্গিপুর পৌরসভা এলাকাভুক্ত। এই রাস্তা দিয়ে সব সময়ের জন্য সব রকমের লোক চলাফেরা করেন। কিন্তু রাস্তার মধ্যে এখানে সেখানে প্রচুর জঞ্জাল ট্রাক-বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে পথের শোভা যেভাবে দিনের পর দিন বাড়াচ্ছে তাতে শহর ঢুকতেই বহিরাগতেরা পৌরসভার এমন এক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাচ্ছেন, যেটা আদৌ সুখকর নয়।

হয়ত বা ঝাড়ুদারেরা এধারে পদার্পণ করেন না। করলেও পিষ্ট জঞ্জাল আবর্জনার উপর দিয়ে সম্মার্জনীর সোহাগের স্পর্শ চলে। এক-আধ পশলা বৃষ্টির পর মাটি কামড়ে থাকা এই জঞ্জাল ফুলে ওঠে। গাড়ীর চাকার চাপে আরও অদ্ভুতদর্শন হয়। পথচারীদের অসুবিধা যা হয়, তার হিসাব পৌরসভার হরিজন কর্মচারীদের তদারককারী মহোদয় না রাখতে পারেন, পৌরসভার উচ্চতম স্তম্ভ থেকে আরম্ভ করে খুঁটি ও খুঁটা পর্যন্ত নির্বিকল্প সমাধিতে মশগুল থাকতে পারেন। কেবল দুশ্চিন্তা বাড়ছে শহরবাসীদের। বাইরের লোকে বলবে কি? মহকুমা সদরের এই চেহারা!

এই পরিস্থিতিতেও কর্তব্যরত পুলিশেরা আপন কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। তাঁদের দৃষ্টি বোঝাই ট্রাকের দিকে। এত কর্মব্যস্ততায় উর্দ্ধনেত্র তাঁরা দৃষ্টিকে নিম্নগামী করেন কী করে?

এবারে আসা যাক রঘুনাথগঞ্জের ১৫নং ওয়ার্ডের বাজারপাড়ায় বরদাসুন্দরী ঘাটে। ঘাটের সিঁড়ি আরম্ভ হওয়ার কয়েক গজ পশ্চিমে বিরাট পাকুড় গাছ। এখানে দোকান-বাজারের জন্যে এবং গঙ্গাস্নানের জন্যে লোক সমাগম প্রতিদিন ভালই হয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দুপাশে যা নজরে পড়ে তাতে বমি না হয়ে যায় না। রাজ্যের ফলের খোসা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পরিত্যক্ত শাল-পদ্মপাতা, কিছু কিছু নরবিষ্ঠা (অন্যপ্রাণীর কথা বাদ দিলাম) ছাই-মাটি এখানে সেখানে শোভা পাচ্ছে। বরদাসুন্দরী আজ জীবিতাবস্থায় তাঁর স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থার এই হাল যদি দেখতেন তবে তিনি পৌরসভার কাছে কী অভিযোগ করতেন আমরা জানি না। তবে এটা ঠিক যে, এই অংশটি পৌরসভার এলাকাভুক্ত যখন, তখন সংশ্লিষ্ট এলাকার কমিশনার মহাশয়ের নজরে এতদিনে পড়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল। পৌরপিতা সামগ্রিকভাবে এই সবের কোন খোঁজখবর রাখেন কিনা জানি না। হয়ত তাঁর অবকাশ কম। কিন্তু আবর্জনা যদি ঘাটের সিঁড়ির দুপাশে এবং রাস্তায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বা জমা হয়ে থাকে তাতে জনস্বাস্থ্য যে বিপন্ন হবে এ কথা অনস্বীকার্য।

১৫নং ওয়ার্ডের তরিতরকারী বাজার প্রবেশ পথের মুখে বহু প্রতীক্ষিত যে নর্দমা পৌরকর্তৃপক্ষ তৈরী করলেন সেটির বর্তমান অবস্থা দেখলে মনে হয় পৌর কর্ণধারগণ এ পথে আসেন না। আর এলেও না দেখার ভান করে নাকে রুমাল দিয়ে কোন রকমে পাঁচজনের মত কসরৎ করে রাস্তা পার হন। নর্দমার মুখ জনৈক পৌরবাসী বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ তিনি তাঁর জায়গার উপর দিয়ে জনসাধারণের পরিত্যক্ত জল যেতে দেবেন না। এটাই যদি প্রধান কারণ হয় আর তাতে পৌর কর্তৃপক্ষের কিছু না করার থাকে, তবে কেন এতগুলো টাকা অপচয় করা হল?

পৌরসভার বিগত নির্বাচনে যাঁরা কমিশনার হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের কর্মকালের মধ্যে কী কতটুকু কাজের কাজ করেছেন জানি না। কিন্তু আলোচিত অংশগুলিতে নোংরামি আজও অব্যাহত। অন্যান্য ওয়ার্ডের কথা পরবর্তীকালে আলোচিত হবে।

এবারে ঘাটের ডাক নিয়ে পৌরসভার কিছু কমিশনার ও পৌরপিতার মধ্যে নানা বাদানুবাদ, মতান্তর প্রভৃতি লেখালেখি হয়েছে, সে খবর আমরা পেয়েছি। কে ভুল, কে ঠিক আমরা তার মীমাংসায় যাচ্ছি না। কিন্তু এটা খুবই পরিতাপের কথা যে, বর্তমান পৌরসভার কর্মকর্তাদের কিছু কিছু কাজ আদৌ জনস্বাস্থ্যের তথা জনস্বার্থের অনুকূল হয়নি, বরং তাঁদের শৈথিল্যের পরিচয় বহন করেছে।

দুইদিনে ৩টি ট্রাক উল্‌টিয়ে ৬ জনের মৃত্যু, ৫ জন আহত

সাগরদীঘি, ২২শে জুন—আজ সকালে ৩৪নং জাতীয় সড়কে পলসণ্ডার কাছে একটি আম বোঝাই ট্রাক উল্টে চালকসহ দুইজন নিহত এবং পাঁচজন আরোহী গুরুতররূপে জখম হয়েছেন।

প্রকাশ, ট্রাকটি পলসণ্ডা ছেড়ে কিছুদূর আসার পর হঠাৎ উল্টে যায়। আমের পাঁচজন মালিকের মধ্যে একজন এবং গাড়ীর চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকী চারজন এবং গাড়ীর ক্লীনারকে আহত অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। দুজনের অবস্থা আশংকাজনক।

ঐ দিন রাত্রে বোখারার মোড়ে আম বোঝাই অপর একখানি ট্রাক উল্‌টে তিনজন আরোহী ঘটনাস্থলেই শোচনীয়ভাবে মারা যান। গাড়ীর নাম্বার ডব্লিউ, বি, কে ৯৫৮৪। গাড়ীর চালক পলাতক।

গত ২৩শে জুন সকালে ঐ রাস্তারই সুকীর মোড়ে আটা বোঝাই আরও একটি ট্রাক উল্‌টে খাদে পড়ে যায়। একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

পুকুর থেকে চোরাই মালপত্র উদ্ধার

সাগরদীঘি, ২৩শে জুন—আজ এখানে কায়েতপাড়ার "দু-পুকুর" নামে একটি পুকুর থেকে ২টি ট্রাঙ্ক, মুখবাঁধা অবস্থায় একটি চটের পোঁটলা এবং একটি আলমারী পাওয়া গিয়েছে।

পুকুরের মালিক মাছ ধরার জন্য জাল ফেললে একটি তালা-মারা ট্রাঙ্ক উঠে আসে। তিনি থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে বাকী জিনিসগুলি উদ্ধার করে।

কাছের মানুষ যোগীন্দ্রনারায়ণ

(৪)

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

পণ্ডিতমশায় অজাত শত্রু ছিলেন। অথবা আরও সহজ করে বলা যায় তিনি কাউকে শত্রু ভাবতেন না। তিনি ছিলেন "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ" (গীতা দ্বাদশ), মান অপমানেও তাঁর তুল্য জ্ঞান ছিল। তাঁর অত্যধিক সারল্যের জন্য অনেকে এমন কি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অঘোর হালদার মশায় পর্যন্ত, তাঁকে পাগল বলে মনে করতেন এবং এই অজুহাতেই বিনাদোষে তাঁকে বরখাস্ত করেন। পণ্ডিতমশায় তখন ছুটি নিয়ে কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে চিঠি লিখে এই বরখাস্তের কথা জানাই। তাঁকে লিখি যে বিনা কারণে বিনা নোটীশে কোনও শিক্ষককে বরখাস্ত করলে তাকে অগ্রিম তিন মাসের বেতন দিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ আইনতঃ বাধ্য। সুতরাং তিনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি তাঁর হয়ে এই ব্যাপারটা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের গোচরে আনি। তিনি অবশ্য প্রথমে বিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে এই তিন মাসের বেতনের দাবি জানাতে পারেন।" পণ্ডিতমশায় এর উত্তরে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠি এখনও আমার কাছে আছে। তিনি লিখেছিলেন, "তোমার পত্রে বুঝিতে পারিলাম তুমি স্কুল কর্তৃপক্ষের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছ। ভগবান কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই আমার চাকরি গিয়াছে এবং সেজন্য যখন আমি কোনও ক্রোধ বা দুঃখ বোধ করিতেছি না, সুতরাং তুমি এই ক্রোধ পরিত্যাগ কর। প্রত্যেকের জীবনে যত কিছু ভাল এবং মন্দ তাহা শ্রীভগবানের অভিপ্রায় মত হইয়া থাকে, স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার মালিক নহেন, আমার মালিক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। আমার জীবনের সব কিছুর ব্যবস্থা তিনিই করিবেন। তুমিও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা কর।" চাকরি দেওয়ার দিন যেমন, চাকরি যাওয়ার দিনও তিনি একই ভাবে উদাসীন ও ঈশ্বর নির্ভর। এই ঘটনার পরেও তিনি অনেকবার আমাদের বাড়ী, নায়েবমশায়দের বাড়ী এসেছেন এবং শেষের দিকে সেকেন্দ্রায় স্থায়ীভাবে থেকেছেন। স্কুলের সেক্রেটারী কালীচরণ বাবু ঘটে দুর্গোৎসব করতেন। চাকরি যাওয়ার পরেই ২।১ বৎসর তাঁর বাড়ীর সেই পূজায় পণ্ডিতমশায় আগের মত প্রফুল্ল মনে পৌরোহিত্য করেছেন। কাউরি উপরে প্রতিহিংসার বা প্রত্যাঘাত প্রবৃত্তির চিহ্নমাত্রও তাঁর মনে উদিত হতে দেখি নি। তিনি যে কেবলমাত্র যোগসিদ্ধ এক মহাপুরুষ ছিলেন তাই নয় তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতও ছিলেন। আমাদেরকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার সময় মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ্য, গীতা, ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণ ও তন্ত্র থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে উপদেশের সমর্থন করতেন তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতেও এই রকমের অজস্র উদ্ধৃতি দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণনগরে থাকার সময় তিনি মাঝে মাঝে নবদ্বীপ যেতেন। তখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে "শ্রীগৌরাঙ্গ" নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পরে যখন ছোটকালিয়ায় ছিলেন, তখন তিনি সেই পাণ্ডুলিপিটা আদ্যন্ত পড়ার জন্য আমাকে দেন। সেই বইখানা প'ড়ে এবং পরে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি বৈষ্ণবমতাবলম্বী হলেও অধুনা প্রচলিত বৈষ্ণবাচারের বিরোধী ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দিদিমা প্রতি বৎসর পূজার পর এক মাস ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করতেন। ভরতপুরের গদাধর গোস্বামী বংশীয় এক গোঁসাই আসতেন পাঠ করতে। তিনি প্রতি বৎসর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই ব্যাখ্যা করতেন। পণ্ডিতমশায় বলতেন "এই সব বৈষ্ণব গোস্বামীরা বৃন্দাবনলীলার যথার্থ তাৎপর্য জানেন না। তাঁরা রাসলীলা প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা করেন তাতে মনে হয় রাস দুশ্চরিত্র নরনারীর অবাধ মিলন ভূমি। সাধন-জীবনে অতি উন্নতস্তরে না উঠলে গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা অসম্ভব। শ্রীভগবানকে, তাঁর স্বরূপ না বুঝে লম্পটরূপে চিত্রিত করা মহা অপরাধ ও ক্ষমাহীন পাপ। ভরতপুরের গোস্বামী প্রতিবৎসর বৃন্দাবনলীলাই পাঠ করতেন। সেবারে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার গোপীপ্রেমের উপলব্ধি আছে কি?" তিনি সরলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা সহজ সাধ্য নয়। ভজনের অতি উচ্চ মার্গে না গেলে এর উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। আমরা টীকাকারগণ যা লিখেছেন তাই ব্যাখ্যা করি।" পণ্ডিতমশায়ের পক্ষে এ রকমের ব্যাখ্যা শ্রোতব্য নয়। তাই ভাগবত পাঠককে সেবারে ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ করতে হয়েছিল। একবার বাড়ীতে লীলাকীর্তন হওয়ায় পণ্ডিতমশায় বিরক্ত হয়ে আমাদের বাড়ী ত্যাগ করে ভবানীপ্রসাদ সিংহদের বাড়ী চলে যান। দিদিমা অতঃপর সব সময়ে নামকীর্তন হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার আমাদের বাড়ীতে ডেকে আনেন।

(ক্রমশঃ)

রহস্যজনক পেটের অসুখ সাগরদীঘিতেও ব্যাপক

সম্প্রতি এই জেলার ফরাক্কা এবং ধুলিয়ানে—শিশুদের মধ্যে রহস্যজনক পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে সেই অসুখ সাগরদীঘিতেও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দুইজন চিকিৎসকের এ ব্যাপারে একই মত। তাঁদের মতে এ পর্যন্ত তাঁদের হাতে প্রচুর কেস এসেছে এবং এই অসুখ ২ বৎসর থেকে শুরু করে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে উপযুক্ত সময়ে কৃমির ঔষধ খাইয়ে উপকার পাওয়া যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোন মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নি।

Wanted applications within 3. 7. 72. 1. A Science graduate of Cal-University against deputation vacancy.

2. A Fazil of W. B. M. Edu. Board.

Secretary, Gotha A. R. Jr. High School.
P. O. Chandichak Hat. Dt. Murshidabad.

সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব

সাগরদীঘি থানার নওপাড়া নিবাসী শ্রীউমাপদ ব্যানার্জী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সোনালী ব্যানার্জী গত [illegible]।৭২ কালনায় অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযো[illegible]য় প্রথম স্থান অধিকার ক[illegible] [illegible]টি পুরস্কার [illegible] একটি সার্টিফিকেট পাইয়াছে। প্র[illegible]গিতার [illegible]ষয়বস্তু ছিল খেয়াল, ভজন ও রবীন্দ্র-স[illegible]ত। শ্রী[illegible]তী হড়হড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর [illegible]ত্রী। [illegible]আমরা তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

জঙ্গিপুর পৌরসভার আগামী নির্ব্বাচনে প্রার্থীর তালিকা

সাধারণ নির্ব্বাচনের পর এই পৌরসভা ভোটভিক্ষায় সরগরম। আগামী ২৩শে জুলাই পৌর নির্ব্বাচন। পনেরটি ওয়ার্ডের জন্য মনোনয়নপত্র শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে পঁয়তাল্লিশটি। সকলের কাছ থেকে আগামী দিনের সোনালী প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই ভোটের পূর্ব পর্যন্ত শোনা যাবে। পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে কোন্ পনের জনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ভোট-বাক্স-বিধাতা তা স্থির করে রেখেছেন ; ভাবী কমিশনার হিসাবে জনস্বার্থে যাঁরা কাজে নামতে চেয়েছেন তাঁদের নাম—

১নং ওয়ার্ড—সেখ আবদুল খালেক, বিশ্বাস সামমহম্মদ ২নং আনোয়ার হোসেন খাঁ, সেখ আবদুল হান্নান, মীর জুবেদ আলী ৩নং সুফলচন্দ্র দাস, দিলীপকুমার সাহা, পশুপতি চক্রবর্ত্তী ৪নং সেখ মহম্মদ এম জুদ্দিন, আবদুল ওহাব সেখ ৫নং সুবলচন্দ্র মণ্ডল, মহম্মদ নিয়ামত আলি, মহম্মদ আবুল হোসেন ৬নং দাস বলরাম, মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ৭নং গোস্বামী গোপালচন্দ্র, কালীশঙ্কর ভকত, দাস নারায়ণচন্দ্র ৮নং চক্রবর্ত্তী সমীর, চট্টোপাধ্যায় প্রশান্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ৯নং সেখ জয়নাল আবেদীন, আনোয়ার হোসেন সেখ, রাজারাম মুন্দ্রা ১০নং মণ্ডল বাসুদেব, গোলাম মরতুজা, আবদুল গণি, বিশ্বনাথ দাস, হরিপ্রসাদ মণ্ডল ১১নং প্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সুকেশচন্দ্র হালদার, সৈয়দ আলি আখতার, অঞ্জলি হালদার, ছকড়িলাল সাহা ১২নং পরমেশ পাণ্ডে, সূর্য্যমণিপ্রসাদ ভকত ১৩নং পাণ্ডে শরদিন্দু, সাহা অলককুমার, গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় ১৪নং মুখার্জ্জী চিত্তরঞ্জন, সাধু দেবব্রত, জগবন্ধু হালদার, জয়গোপাল দত্ত ১৫নং সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল, পণ্ডিত রবীন্দ্র।

এক থোকা চাবি পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ বাটার দোকানে অনুসন্ধান করুন।

আবার ডাকাতি

সাগরদীঘি, ২২শে জুন—এক সপ্তাহ যেতে না যেতে এই থানায় আবার ডাকাতি হয়ে গেল।

গতকাল গভীর রাত্রে একদল দুর্বৃত্ত ...ইয়া গ্রামে সাগরদীঘি স্কুলের শিক্ষক সৈয়দ গোলাম মুরশেদের বাড়ীতে হানা দেয়। মায়ের চিৎকারে গৃহস্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন ও টর্চ্চের আলোয় দুর্বৃত্তদের পালাতে দেখেন ও ক...নকে চিনতে পারেন। দুর্বৃত্তরা ১২ ভরি ...োনার অলঙ্কার এবং ১৩০০ টা... নগদ নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরদিন গৃহস্বামীর ভাই খুরসেদকে মাঠে ...জ করা অবস্থা... ...সবাস, আবদুল রউফ ও রউফ পুত্র চাঁদু নামে তিনজন দুর্বৃত্ত চেন দি... ...ধোর করে। এ ব্যাপারে পুলিশ সন্দেহবশতঃ মোকিদ ও এসবাস না... দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আবদুল রউফ, কচি, চাঁ... ...মাসু নামে অপর কয়েকজন পলাতকের অনুসন্ধানে আছে। এদের বিরুদ্ধে কে...মাত্র ডাকাতিই নয়, ওয়াগন ভাঙার অভিযোগও আনা হয়েছে।

রাজা রামমোহন

রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৭শে জুন সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে জঙ্গিপুর তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্ত্তৃক **"রাজা রামমোহন"** নাটকখানি অভিনীত হয়। প্রত্যেকের অভিনয়ই দর্শক-সাধারণকে আনন্দ দিয়েছে।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA J.K-8CB

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।